সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

শাবানুল মুয়াজ্জমে নফল ইবাদত

(Bangla)

শাবানুল মুয়াজ্জমে নফল ইবাদত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ   وَعَلٰی اٰلِکَ وَاَصْحٰبِکَ یَا نُوْرَ اللّٰہ

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِکَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

দরূদ শরীফের ফযীলত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "গুলদস্তায়ে দুরূদ ও সালাম" এর ২১৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللّٰہُ تَعَالٰی وَجْھَہُ الْکَرِیْم থেকে বর্ণিত; **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম, শাহে বনী আদম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর একশতবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, যখন কিয়ামতের দিন সে আসবে তখন তার সাথে এমন একটি নূর থাকবে, যদি তা সমস্ত সৃষ্টিকে বন্টন করে দেয়া হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে।" (হিলয়াতুল আউলিয়া, ৮ম খন্ড, ৪৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১৩৪১)

কছরত ছে দুরূদ উন পে পড়ো রব নে জু চাহা,
সিনে মে উতর আয়েগী আনওয়া মদীনা। (যওকে না, ৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❈ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনব। ❈ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসব। ❈ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিব। ❈ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করব, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❈ تُوبُوْا اِلَی اللہ, اُذْکُرُ اللہ, صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিব। ❈ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করব।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❈ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❈ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করব এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াব। ❈ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করব। ❈ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَ الْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّیْ وَلَوْ اٰیَۃً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করব। ❈ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করব। ❈ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকব। ❈ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করব।

❈ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকব। ❈ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখব।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ফযীলত মণ্ডিত রাত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কা'ব رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **হুযুরে আনওয়ার, শফিয়ে রোজে শুমার, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "শবে বরাতের রাতে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন: আপনি উঠে নামায আদায় করুন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! এটা কোন রাত?" তিনি আরয করলেন: **হে মুহাম্মদ** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটা এমন রাত যে রাতে আসমান এবং রহমতের ৩০০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে অংশিদার সাব্যস্তকারী, পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণকারী, মদ্যপায়ী এবং বদকার তথা খারাপ কাজ সম্পাদনকারী ছাড়া সকলের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই সমস্ত লোকের ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করে দেয়া হবে না, যতক্ষণ না তারা সঠিক ভাবে তাওবা করে নেয় যে, নিশ্চয় মদ্যপায়ীর জন্য রহমতের দরজা থেকে একটি দরজা খুলে রাখা হয়, এমনকি যদি সে তাওবা করে তাহলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। অনুরূপ ভাবে যারা পরস্পর বিদ্বেষ রাখে তাদের জন্য একটি দরজা খুলে রাখা হয় এমন কি যতক্ষণ না সে (যার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে) তার সাথে কথা না বলে। যখন সে তার সাথে কথা বলে তখন তার গুনাহও ক্ষমা করে দেয়া হয়। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! যদি সে তার সাথীর সাথে কথা না বলে এ অবস্থায় শবে বরাত চলে গেলো তবে? হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলো: যদি সে ঐ অবস্থায় অটল থাকে এমনকি (মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হওয়ার কারণে) তার বুকে নিঃশ্বাস আটকে যায় তখনও তার জন্যও রহমতের দরজা খোলা থাকবে। যদি সে (মৃত্যুর আগে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ করা) থেকে তাওবা করে তখনও তার তাওবা কবুল হবে।

এটা শুনে **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জান্নাতুল বাকীর দিকে তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সিজদায় গিয়ে এই শব্দ সমূহের মাধ্যমে দোয়া করেছেন:

اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ

جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا اَبْلُغُ الثَّنَاءَ عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ

(অর্থাৎ- **হে আল্লাহ্ তাআলা!**) আমি তোমার ক্ষমার উসিলায় তোমার শাস্তি থেকে, তোমার সন্তুষ্টির উসিলায় তোমার অসন্তুষ্টি থেকে এবং তোমার নিকট তোমার আশ্রয় চাই। তোমার প্রশংসা অনেক উঁচু, আমি তোমার যথাযথ প্রশংসা করতে পারবো না তোমর প্রকৃত শান হলো, যা তুমি নিজে বর্ণনা করেছো।

হযরত সায়্যিদুনা জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام রাতের চতুর্থাংশে অবতরণ করলেন এবং বললেন: **হে মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার মাথা আসমানের দিকে তুলুন। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের মাথা মোবারক আসমানের দিকে উঠালেন, তখন দেখলেন রহমতের দরজা খোলা। প্রথম দরজায় একজন ফেরেস্তা এই ভাবে আহ্বান করছেন যে, মোবারকবাদ তাকে যে এই রাতে ইবাদত করে। দ্বিতীয় দরজায় ও একজন ফেরেস্তা রয়েছে যিনি এইভাবে আহ্বান করছে, মোবারকবাদ তাকে যে এই রাতে সিজদা করে। তৃতীয় দরজায় ও একজন ফেরেস্তা আহ্বান করতেছে এইভাবে, বরকত হোক তার যে এই রাতে রুকু করে। চতুর্থ দরজায় একজন ফেরেস্তা এইভাবে আহ্বান করছে, মোবারকবাদ তাকে যে এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে দোয়া করে। পঞ্চম দরজায়ও একজন ফেরেস্তা আওয়াজ দিচ্ছেন যে, মোবারকবাদ তাকে যে এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে মোনাজাতে ব্যস্ত থাকে। ষষ্ঠ দরজায় একজন ফেরেস্তা এইভাবে আহ্বান করছে যে, এই রাতে মুসলমানদের মোবারকবাদ। সপ্তম দরজায় একজন ফেরেস্তা আওয়াজ দিচ্ছেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা**কে একক মান্যকারী জন্য মোবারক হোক। অষ্টম দরজায় একজন ফেরেস্তা আহ্বান করছেন যে, কোন তাওবাকারী আছে? যার তাওবা কবুল করা হবে।

নবম দরজায় একজন ফেরেস্তা আহ্বান করছেন, কোন ক্ষমা প্রার্থী আছে? যাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে? আর দশম দরজায় একজন ফেরেস্তা আহ্বান করছে যে, কোন দোয়াকারী আছে যার দোয়া কবুল করা হবে? অতঃপর **নবী করীম, রঊফুল রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام! রহমতের এই দরজা সমূহ কতক্ষণ খোলা থাকবে?" তিনি আরয করলেন: রাতের শুরু থেকে ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত খোলা থাকবে। তখন **প্রিয় আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এই রাতে ছাগলের পশমের চেয়েও অধিক মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এই রাতে মানুষের সারা বছরের আমল (আসমানের দিকে) পৌঁছানো হয় এবং এই রাতে রিযিক বন্টন করা হয়।[১]

বরআত দে আযাবে কবর সে নারে জাহান্নামে সে,
মাহে শাবান কে সদকে মে কর ফজল ও করম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ্ তাআলা** শাবানুল মুয়াজ্জম মাসকে কতই মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। বিশেষ করে ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম নূর বর্ষণকারী রাত (শবে বরাত) এমন সম্মানিত যে, **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে ক্ষমার তালিকা বণ্টন করা হয়। যখন এই বরকত মণ্ডিত রাতের আগমন ঘটে তখন **আল্লাহ্ তাআলার** রহমতের সাগরে এমন জোশ আসে যে, সারা পৃথিবীর প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা তাঁর** বান্দাদের জন্য রহমতের ৩০০টি দরজা খুলে দেন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নিস্পাপ ফেরেস্তাগণ এই রাতে রুকু, সিজদা এবং নফল ইবাদতকারী, দোয়ার মধ্যে ব্যস্ত এবং ক্রন্দনকারী বান্দাদেরকে সু-সংবাদ শুনাতে থাকে।

---

[১] (তারিখে ইবনে আসাকীর, মুহাম্মদ বিন আহমদ, ইলা আখের, ৫১/৭২-৭৩, হাদীস- ৫৯২৩। তানজীহুশ শরীয়াতিল মারফুয়াতি আনিল আহাদিসী শনীয়াতিল মাওদুয়া, কিতাবুস সালাত আর ফসলুস ছালেস, ২/১২৬, হাদীস- ১৪৮)

এই মহান রাতের সম্মানের জন্য **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জমের রাতে কোন কোন সময় জান্নাতুল বাকীর কবরস্থানে তাশরীফ নিতেন এবং সেখানে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে সিজদারত অবস্থায় কান্না করতেন এবং কোন কোন সময় তাঁর পবিত্র ঘরে নফল সমূহ এবং দোয়া করার মধ্যে ব্যস্ত থাকতেন। যেমন-

উম্মুল মু'মিনীন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا বর্ণনা করেন: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ وَهُوَ سَاجِدٌ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ অর্থাৎ- শাবান মাসের ১৪ তারিখের রাতে **আমার তাজ, সাহিবে মেরাজ, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা রত অবস্থায় দোয়া করতে থাকতেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! মালিকে কাউনাইন, রহমতে দারাইন, নানায়ে হাসানাঈন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পবিত্র রাতে বিশেষত্ব সহকারে নফল ইবাদত করা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তি এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাওয়া উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিলো যে, যাতে **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতগণ **তাঁর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনুসরণ পূর্বক অধিক নফল ইবাদত করে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** পক্ষ থেকে পাওয়া পুরস্কার এবং রহমতের ফয়েয থেকে কখনো বঞ্চিত না হয়। **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাওবা এবং ক্ষমা তালাশ করা এমনকি **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টি এবং **তাঁর** গযব থেকে আশ্রয় চাওয়া কখনো **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে **আল্লাহ্ তাআলার** পানাহ! গুনাহ প্রকাশ পাওয়ার কারণে ছিলো না। শুধুমাত্র **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নয় বরং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** দয়ায় ও অনুগ্রহে নিষ্পাপ (গুনাহ থেকে পবিত্র) যে, তাদের পক্ষ থেকে কোন গুনাহই সংগঠিত হয় না। যেমন-

শারেহে বুখারী হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন:

---

[১] (কানযুল উম্মল, কিতাবুল ফাযায়েল, বাবু ফাদলিন আযিম্মা- লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, ৭ম খন্ড, ১৪/৭৯, হাদীস- ৩৮২৮৮)

www.dawateislami.net

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام বিশেষ করে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত গুনাহ থেকে পবিত্র।[১] পবিত্র আম্বিয়াগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام গুনাহ থেকে নিষ্পাপ যে, তাঁরা গুনাহ করতেই পারেন না।[২]

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অবশ্যই আমরা ভাগ্যবান যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে তাঁর **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে সৃষ্টি করে ইসলামের দৌলত দ্বারা মালামাল করেছেন। তাছাড়া তাঁর **মাহবুব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উসিলায় আমাদেরকে শাবানুল মুয়াজ্জমের মতো ফয়েয এবং বরকতময় মাস দান করেছেন। তাই আমাদের উচিত যে, ফরয ও ওয়াজীব সমূহ পালন করার পাশাপাশি এই মাসে অন্যান্য সাধারণ দিনের চেয়ে যিকির, দরূদ, কুরআন তিলাওয়াত, সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহণ করা, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব, রিসালা অধ্যয়ন করবে। সদকা, খয়রাত, রিসালা বন্টন করা, মৃত ব্যক্তিদের জন্য ইছালে সাওয়াব করা এবং মাগফিরাতের দোয়া করার নিয়্যতে কবরস্থানে যাওয়া এবং অন্যান্য নফল ইবাদত সমূহ অধিক হারে সম্মানের সহিত পালন করা। এইভাবে এই মোবারক মাস **আমাদের প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মাস এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করার মাস। যেমন-

"গুনিয়াতুত তালীবিন" এর মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, শাবানুল মুয়াজ্জমের মধ্যে **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিক হারে দরূদ পড়ুন এবং এটা **নবীয়ে মুখতার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ পড়ার মাস।[৩] তাই এই মোবারক মাসে অধিক হারে দরূদ পড়া উচিত। আসুন! আমরা দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস তৈরী করার জন্য একটি ঘটনা শুনি। যেমনিভাবে-

---

[১] (ফতোওয়ায়ে শরহে বুখারী, ১/৩৬৩)
[২] (মিরআতুল মানাজিহ, ২/৩৬৪)
[৩] (গুনিয়াতুত তালীবিন, আল কিসমুছ ছালেছ মা-জা লিসু-ফি মাওযায়েজেল কুরআন, ইলা আখের, ৩৪২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শাফায়াতের সুসংবাদ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ বলেন: এক ব্যক্তি **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়তেন না। একরাতে স্বপ্নে যিয়ারত দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হলেন। **তিনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি আবেদন করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি আমার উপর অসন্তুষ্ট? **তিনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "না।" তখন ঐ ব্যক্তি আরয করলেন: তাহলে আপনি আমার দিকে দেখছেন না কেন? **তিনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এই জন্য যে, আমি তোমাকে চিনতেছিনা। ঐ ব্যক্তি আবেদন করলেন: **হুযুর!** আপনি আমাকে কেন চিনতেছেন না অথচ আমি তো **আপনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের মধ্যে হতে একজন। আর ওলামায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলে থাকেন যে, **আপনি** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপনার উম্মতদেরকে এর চাইতেও বেশি চিনেন যেভাবে একজন মা তার বাচ্চাকে চিনে। **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "ওলামাগণ সত্য বলেছেন, কিন্তু তুমি আমাকে দরূদ শরীফ পড়ার মাধ্যমে স্মরণ করোনি এবং নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতদেরকে দরূদ শরীফ পড়ার কারণে এত পরিমাণ চিনি যে, সে যে পরিমাণ আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ে থাকে। যখন ঐ ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হলো তখন তিনি নিজের উপর আবশ্যক করে নিলেন যে, তিনি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ১০০বার দৈনিক দরূদ শরীফ পড়বেন। এখন ঐ লোক ১০০বার দৈনিক দরূদ শরীফ পড়া নিজের আমল বানিয়ে নিলেন। কিছু দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ঐ ব্যক্তি **হুযুরে আকদাস** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাক্ষাৎ দ্বারা ধন্য হলেন। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "এখন আমি তোমাকে চিনতেছি এবং তোমার জন্য সুপারিশ করবো।"[১]

---

[১] (মুকাশাফাতুল কুলুব, আল বাবুত তাসে ফিল মুহাব্বিত, ৩০ পৃষ্ঠা, কিছুটা পরিবর্তনের সাথে)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, দরূদ শরীফ পাঠকারীর উপর **তাজেদারে রিসালাত, নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু সন্তুষ্ট হন না বরং অনেক সময় দীদারের শরবত দিয়ে ধন্য করেন। তাই আমরাও যদি **রহমতে আলম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি চায় এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জিয়ারতের আশা থাকে তবে আমাদেরও সকাল সন্ধ্যায় দরূদ শরীফ পড়ার ওযীফা বানিয়ে নেওয়া উচিত। সত্য ভালবাসা নিয়ে তাতে মগ্ন থাকলে তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ একদিন অবশ্যই আমাদের উপর দয়া হবে এবং আমাদেরও দীদার নসীব হবে।

আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "আল ওযীফাতুল করীমা"এর মধ্যে লিখেছেন: (দরূদে পাক) একনিষ্ঠভাবে শানে আকদাসের সম্মানের জন্য পড়বে। এই নিয়্যতকেও অন্তরে জায়গা দিবে না যে, আমার জিয়ারত নসীব হোক। প্রথমত তাঁর সম্মান অসংখ্য এবং অশেষ। মুখ মদীনা শরীফের দিকে থাকবে এবং অন্তর **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে, হাত বেধে পড়বে এবং এই কল্পনা করবে যে, রওজায়ে আনওয়ারের সামনে উপস্থিত আছেন এবং নিশ্চিত ভাবে মনে করবেন যে, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে দেখছেন, আমার আওয়াজ শুনছেন এবং আমার অন্তরের খেয়াল সমূহ সম্পর্কেও জ্ঞাত।

(আল ওয়াযীফাতুর করীমা, ২৮ পৃষ্ঠা, কিছু পরিবর্তনের সাথে)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরাও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বর্ণিত পদ্ধতির উপর আমল করে একনিষ্ঠতাও অটলতার সাথে দরূদ শরীফ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলি তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلّ মুস্তফার দীদারের দ্বারা সৌভাগ্যমণ্ডিত হওয়ার সাথে সাথে দ্বীন এবং দুনিয়ার অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হবে। আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দরূদ শরীফের কিছু ফযীলত শুনি। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "জযবুল কুলুব" কিতাবের মধ্যে বলেন: যখন মু'মিন বান্দা একবার দরূদ শরীফ পড়ে তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত প্রেরণ করেন, তার দশটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন, দশটি নেকী দান করেন,

দশটি গোলাম আযাদ করার সাওয়াব এবং বিশটি যুদ্ধের মধ্যে অংশগ্রহণ করার সাওয়াব দান করেন। দরূদ শরীফ দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম, এটা পড়ার দ্বারা **শাফায়াতে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ওয়াজিব হয়ে যায়, জান্নাতের দরজায় **মুস্তফা জানে রহমত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য নসীব হবে। দরূদ শরীফ সমস্ত পেরেশানী দূর করে এবং সমস্ত অভাব পূরণের জন্য যথেষ্ট। দরূদ শরীফ সমস্ত গুনাহের কাফ্‌ফারা, দরূদ শরীফ সদকার স্থলাভিষিক্ত, এমনকি সদকা থেকেও উত্তম। আরো বলেন: দরূদ শরীফের দ্বারা বিপদ দূর হয়ে যায়, রোগ থেকে আরোগ্য লাভ হয়। ভয়ভীতি দূর হয়, অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শত্রুর উপর বিজয় অর্জিত হয়, **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং অন্তরের মধ্যে তার মুহাব্বত সৃষ্টি হয়। ফেরেস্তারা তার আলোচনা করে, কাজ সমূহ পরিপূর্ণ হয়। অন্তর, প্রাণ, আসবাব পত্র এবং সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয়। দরূদ শরীফ পাঠকারী সুখী হয়ে যায়, বরকত অর্জিত হয়, বরং বংশ পরম্পরায় চার স্তর পর্যন্ত বরকত চলতে থাকে।[১]

ইয়া নবী! বেকার বাতু কি হো আদত মুঝ সে দূর,
বস দরূদ পাক কি হো খোব কসরত ইয়া রাসূল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকত অর্জন করার জন্য, মারেফাতের ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য এবং **হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য পাওয়ার জন্য দরূদ ও সালাম অধিকহারে পড়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই আমাদের উচিত, যখন সুযোগ হয় এবং বিশেষ করে এই শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে উঠা-বসা, চলা-ফেরায় অধিক হারে দরূদ শরীফ পড়া। এর রাত সমূহে ইবাদত করা এবং দিনের মধ্যে রোযা রাখা। আমাদের **প্রিয় আক্বা, উভয় জগতের দাতা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমলও ছিলো যে, এই মাসে অধিক হারে নফল ইবাদত করতেন। যেমন-

---

[১] (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবানের অধিকাংশ দিন রোযা রাখতেন

উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهَا বলেন: **আমার মাথার তাজ, সাহিবে মেরাজ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ শাবান মাস রোযা রাখতেন, তিনি বলেন: আমি আরয করলাম; **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নিকট কি সকল মাস থেকে শাবানুল মুয়াজ্জম রোযা রাখা অধিক পছন্দনীয়? **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "নিশ্চয়ই **আল্লাহ্ তাআলা** এই বছর মৃত্যু বরণকারী প্রত্যেক প্রাণীর নাম লিখে দেন এবং আমার নিকট এটা পছন্দনীয় যে, আমার বিদায়ের সময় আসবে আর আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি।[১] অনুরূপভাবে আর একটি হাদীস শরীফে রয়েছে: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবানের চেয়ে অধিক রোযা অন্য কোন মাসে রাখতেন না বরং সম্পূর্ণ শাবান মাসই রোযা রাখতেন এবং ইরশাদ করতেন: "নিজের সামার্থ অনুযায়ী আমল করো। কেননা, **আল্লাহ্ তাআলা** ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের অনুগ্রহ বন্ধ করেন না, যতক্ষণ তোমরা বিরক্ত না হও।"[২]

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী হযরত আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এই পবিত্র হাদীসের যেই ব্যাখ্যা এবং তাফসীর বর্ণনা করেন সেটার সারমর্ম হলো; **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শাবান মাসে অধিকাংশ দিনে রোযা রাখতেন, এর দ্বারা আধিক্য এবং অতিরিক্ততা বর্ণনা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অর্থাৎ সারা মাস রোযা রাখার বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন বলা হয় 'অমুক সম্পূর্ণ রাত ইবাদত করেছেন' যখন তিনি ঐরাতে খাবারও খেয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় কাজ থেকে অবসরও নিয়েছেন। আরো বলেন: এই হাদীস দ্বারা জানা গেলো, শাবান মাসে যারা সামর্থ্য রাখবে, যেন অধিক পরিমাণে রোযা রাখবে।[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] (মুনাদে আবু ইয়ালা, মুসনাদে আয়েশা, আখেরুল জুয়য়িস সানি ওয়াল ইশরীন..... ইলা আখের, ৪/২৭৭, হাদীস- ৪৮৯০)
[২] (বুখারী, কিতাবুস সাওম, বাবু সাওমে শাবান, ১/৬৪৮, হাদীস- ১৯৭০)
[৩] (নুজহাতুল ক্বারী, ৩/৩৭৭, ৩৮০, মুলতাকিতান ও মুলাখ্খাছান)

www.dawateislami.net

শাবানুল মুয়াজ্জম পছন্দনীয় মাস

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াজ্জম আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মাস ছিলো। যেমন- উম্মুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম, নবীয়ে মুহতাশাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পছন্দনীয় মাস ছিলো শাবানুল মুয়াজ্জম। তিনি এই মাসে রোযা রাখতেন অতঃপর রমযানের সাথে মিলিয়ে দিতেন।(১) তাছাড়া **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাকে নিজের দিকে সম্বোধন করে এটাও ইরশাদ করেছেন: "شَعْبَانُ شَهْرِىْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ الله অর্থাৎ শাবান আমার মাস আর রমযান **আল্লাহ্ তাআলার** মাস।(২)

আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই পবিত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: **মদীনার তাজেদার, শাহানশাহে আবরার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মাসে (অধিক পরিমাণে নফল) রোযা রাখতেন অথচ এই রোযা **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর ওয়াজীব ছিলো না। আর বরকতময় রমযান মাসকে এইজন্য **আল্লাহ্ তাআলার** মাস বলেছেন যে, তিনি এই মাসের রোযাকে ফরয করেছেন।(৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের ক্ষমার জন্য **সুপারিশকারী আক্বা** আমরা পাপীদের জন্য **ক্ষমা প্রার্থনাকারী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইবাদতের অবস্থা এই ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই পবিত্র মাসের অধিকাংশ দিনে রোযা রাখতেন। আর এক হচ্ছি আমরা, যে আমাদের জীবনে জানিনা শাবানুল মুয়াজ্জম মাস কতবার এসেছিলো এবং ক্ষমা ও মাগফিরাতের আদেশ নামা বন্টন করে ছুটি নিয়ে গেছেন, কিন্তু আমরা এই বরকতময় মাসে নিজ নিজ গুনাহ থেকে তাওবা করা থেকে ভবিষৎতে গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য দৃঢ় সংকল্প করা থেকে, ফরয নামাযকে গুরুত্ব দেয়া থেকে,

---

(১) (আবু দাউদ, ২/৪৭৬, হাদীস- ২৪৩১)
(২) (জামে সগীর, হরফুশ শীন, ৩০১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৮৯)
(৩) (ফয়যুল কাদির, ৪/২১৩, হাদীস- ৪৮৮৯)

www.dawateislami.net

দান-সদকা করা থেকে, কুরআনুল করীম তিলাওয়াত করা থেকে, যিকির, দরূদ, রোযা এবং অন্যান্য নফল ইবাদত অধিক হারে করা এবং নিজ প্রতিপালককে সন্তুষ্ট করা থেকে ব্যর্থ রয়েছি। অথচ **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই মাসে আমাদেরকে অধিক ইবাদতের প্রতি উৎসাহি করার জন্য না শুধুমাত্র, আমলিভাবে নিজে নফল ইবাদতের গুরুত্ব দিয়েছেন বরং এই মাসের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "রজব এবং রমযানের মাঝখানে এই মাস, লোকেরা এটা থেকে উদাসীন রয়েছে। এটা এমন মাস যার মধ্যে মানুষের আমল সমূহ বিশ্ব জাহানের প্রতিপালকের (**আল্লাহ্ তাআলা**র) নিকট উঠানো হয়। আর আমার কাছে এটা সবচেয়ে প্রিয় যে, আমি রোযা অবস্থায় থাকি।"[১] আর বিশেষ করে ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম রাতে নফল ইবাদত করা এবং দিনে রোযা রাখার নিময় কানুন সহকারে হুকুম দিতে গিয়ে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম রাত আসে তখন এর মধ্যে কিয়াম করো (ইবাদত করো) এবং দিনের বেলায় রোযা রাখো, যে **আল্লাহ্ তাআলা** সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে দুনিয়ার আসমানে বিশেষ তাজাল্লী বর্ষণ করেন এবং বলেন; এমন কে আছো আমার থেকে ক্ষমা তালাশ করবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিবো? কে আছো আমার কাছ থেকে জীবিকা তালাশ করার, যে আমি তাকে রিযিক দিবো? কে আছে বিপদগ্রস্থ, যে আমি তাকে সুস্থতা দান করবো? কে আছে এমন! কে আছে এমন! এবং এটা ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকে যতক্ষণ না ফজর উদিত হয়।"[২]

নারে দোযখ সে মুঝ কো আমাঁ দে, মাগফিরাত করকে বাগে জিনা দে।
করদে রহমত মেরী ইলতিজাহে, ইয়া খোদা! তোঝ ছে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

---

[১] (নাসায়ী কিতাবুস সিয়াম, সাওমুন নবী......ইলা আখির, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৫৪)
[২] (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল সালাত, বাব মা-জা, ফি লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, ২/১৬০, হাদীস- ১৩৮৮)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত হাদীস সমূহ দ্বারা শাবানুল মুয়াজ্জমে নফল ইবাদতের উৎসাহের সাথে সাথে এটাও জানা গেলো, এই মাসে সম্পূর্ণ বছরের আমল সমূহ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পেশ করা হয়। এই ভাবে বুঝা যায় যে, আমল নামার পরিবর্তনের দিক দিয়ে ১৪ই শাবানুল মুয়াজ্জম বছরের শেষ দিন এবং ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম বছরের প্রথম দিন। তাই আমাদের উচিত, সাধারণত পুরা শাবানুল মুয়াজ্জম মাস এবং বিশেষ করে ১৫ই শাবান ইবাদত এবং ক্ষমা প্রার্থনা অধিক পরিমাণে করা এবং **আল্লাহ্ তাআলা**র কাছে নিজের দুনিয়াবী এবং পরকালীন কল্যাণের জন্য দোয়া করা।

২৫ পারা সূরা দুখানের ৩ ও ৪নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝٣ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝٤

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয়ই আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি, নিশ্চয়ই আমি সর্তককারী। তাতে বন্টন করে দেয়া হয়, প্রত্যেক হিকমতময় কাজ।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনাকৃত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: এই রাত থেকে উদ্দেশ্য হয়তো শবে কদর (অর্থাৎ রমযানুল মোবারকের ২৭ তারিখ রাত) অথবা শবে মেরাজ অথবা শবে বরাত (অর্থাৎ) ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম। এই রাতে সম্পূর্ণ কুরআন লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়াবী আসমানে অবতীর্ণ করা হয়ে ছিলো। অতঃপর সেখান থেকে ২৩ বছরে অল্প অল্প করে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অবতীর্ণ করা হয়ে ছিলো। এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো, যে রাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়ে ছিলো তা বরকতময় তাই যে রাতে **সাহিবে কুরআন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন তাও বরকত ময়। ঐ রাতে সারা বছরের রিযিক, মৃত্যু, জীবন, ইজ্জত এবং সম্মান তথা সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থাপনা লওহে মাহফুজ থেকে ফেরেস্তাদের সহিফা সমূহে স্থনান্তর করে প্রত্যেক ছহিফা তাদের নিজ নিজ এলাকার দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেস্তাদেরকে দেয়া হয়। যেমন-

www.dawateislami.net

মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام কে মৃত্যু বরণকারীদের তালিকা দেয়া হয় ইত্যাদি।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, শবে বরাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাত। তাই কোন অবস্থাতেই যাতে তা উদাসীনতায় অতিক্রম না করে যে, এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা** অসংখ্য লোকদেরকে ক্ষমা করে দেন। যেমন- **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার নিকট জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আসলেন এবং বললেন: আজ শাবানের ১৫ তারিখের রাত। এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা** বনী কালবের ছাগলের পশম পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।[২]

কিন্তু আফসোস! কিছু হতভাগা লোক এমন রয়েছে যাদের নিকট শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার রাতেও ক্ষমা না হওয়ার দুঃসংবাদ রয়েছে। অতএব, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ "ফাযায়িলুল আউকাত" এর বর্ণনা করেন; **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ছয় প্রকারের লোকের এই রাতেও ক্ষমা নসীব হবে না; (১) মদ্যপায়ী, (২) মাতা-পিতার অবাধ্য, (৩) ব্যভিচারী, (৪) সম্পর্ক ছিন্নকারী, (৫) ছবি তৈরীকারী, (৬) চোগলখোর।"[৩] অনুরূপভাবে অন্য একটি হাদীসের মধ্যে রয়েছে; যাদুকর, অহংকারের সাথে পায়জামা-লুঙ্গি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধাণকারী এবং কোন মুসলমানের সাথে শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণকারীও এই রাতে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব সমস্ত মুসলমানগণের উচিত যে, বর্ণিত গুনাহ সমূহ থেকে যদি কোন একটি গুনাহে লিপ্ত থাকে তবে বিশেষ করে ঐ গুনাহ থেকে এবং সাধারণ ভাবে সকল প্রকার গুনাহ থেকে শবে বরাত আসার আগে বরং আজ এবং এখনই সঠিক ভাবে তাওবা করে নিবে। আর কতই উত্তম হবে যে, তাওবার উপর অটলতা পাওয়ার জন্য, নিজের দুনিয়াবী এবং পরকালীন কল্যাণের জন্য, ভাল কাজ করার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং নিজের অন্তরে বেশি বেশি নফল ইবাদত করার উৎসাহ জাগ্রত করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং যেলী হালকার ১২টি মাদানি কাজের মধ্যে তাড়াতাড়ি অংশগ্রহণ করে সাওয়াবের অংশীদার হয়ে যান।

---

[১] (নূরুল ইরফান, ৭৯০ পৃষ্ঠা কিছু পরিবর্তনের সাথে)
[২] (শুয়াবুল ঈমান, ৩/৩৮৪, হাদীস- ৩৮৩৭)
[৩] (ফাযায়িলুল আউকাত, ১/১৩০, হাদীস- ২৭)

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "মাদানী কাফেলা"

যেলী হালকার ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাসিক কাজ হলো "মাদানী কাফেলা"। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে সফরকারী মাদানী কাফেলা সমূহের বরকতে এখন পর্যন্ত অসংখ্য লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তণ এসেছে। তাছাড়া অনেক মসজিদও মাদানী কাফেলার বরকতে আবাদ হয়েছে। নেকীর দাওয়াতকে ব্যাপক করার জন্য যতগুলো মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে "মাদানী কাফেলা" অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। কিন্তু প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! এখনও অনেক মসজিদ এবং এলাকা মাদানী কাফেলার আগমনের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে হ্যাঁ! এখনও পর্যন্ত মুসলমানদের একটা দল এমন রয়েছে যারা রমযান মাসের রোযা রাখা থেকেও বঞ্চিত থাকে। এই বরকতময় মাসেও গুনাহের বাজার مَعَاذَاللهعَزَّوَجَلَّ **(আল্লাহ্**র পানাহ) গরম থাকে। দিন দুপুরে অনেক মোটা তাজা লোক শরীয়াতের অনুমতি ছাড়া রোযা ত্যাগকারী হয়ে থাকে। বড়ই ধুমধামের সহিত হোটেল সমূহ খানা-পিনার ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। হায়! যদি কাউকে হোটেলে বা অন্য কোন স্থানে খাবার খেতে দেখি তখনও আমাদের প্রত্যেকের মুসলমানের সাথে ভাল ধারণা পোষণ করতে হবে। সম্ভবত কোন শরীয়াতের ওজরের কারণে সে রোযা রাখেনি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বরকতময় মাসে বিশেষ করে মাদানী কাফেলায় সফর করার মাধ্যমে এই ধরণের লোকদেরকে আমরা নেকীর দাওয়াত দিবো এবং খারাপ খাজ থেকে নিষেধ করবো। বরকতময় রমযান মাসের ফযীলত বর্ণনা করে তাদেরকে ফরয রোযা রাখার মাদানী মনমানসিকতা দিবো। বেশি বেশি ইনফিরাদী কৌশিশ করবো যেন আমাদের ইজতিমায়ী এবং ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যমে কৃত "রমযানের আগমনে স্বাগতম" এর বরকত সমূহ এমন ভাবে প্রকাশ পায় যে রমযান মাস আসতেই এই রকম মাদানী কাজ হবে যে চরিদিকে রোযার মাদানী বাহার চলে আসবে। মাদানী কাফেলার জাদওয়ালের মধ্যে "ফয়যানে রমযান" দ্বারা মসজিদ এবং বাজারে দরস প্রদান এবং অন্যান্য বিষয়ের কার্যক্রম অব্যহত থাকবে। এর দ্বারা অনেক আশিকে রাসূল ভাইগণ পর্যন্ত রমযান মাসের ফরয রোযা এবং অন্যান্য ইবাদতে দাওয়াত পৌছায়।

মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত উল্লেখ যোগ্য লিপলেট "রমযানের মধ্যে গুনাহ সম্পাদনকারীদের ভয়ানক পরিণতি" ঘরে ঘরে পৌছানোর চেষ্টা করবো। যদি সৌভাগ্য হয়, সরাসরি এই আশিকানে রাসূলকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে আয়োজিত সম্পূর্ণ রমযান অথবা শেষের দশদিন ইতিকাফ করার দাওয়াত দেয়ার ধারাবাহিকতা জারী রাখবো। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা বাবুল মদীনা করাচীর মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য আশিকানে রমযানের আজিমুশ্‌শান "সম্পূর্ণ রমযান মাসের ইতিকাফ" এর দাওয়াত ব্যাপক করবো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বরকতময় হাদীস সমূহে বিভিন্ন জায়গায় মসজিদ সমূহ আবাদকারীগণের আজিমুশ্‌শান ফযীলত উল্লেখ রয়েছে। যেমন-

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন; আমি **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "**আল্লাহ্ তাআলার** ঘর সমূহ আবাদকারীরাই হলো মূলত **আল্লাহ্**ওয়ালা।"[১] আর এক জায়গায় **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যখন কোন বান্দা নামায এবং ইবাদতের জন্য মসজিদকে ঠিকানা বানিয়ে নেয় তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর এত খুশি হন যে, নিজের হারানো ব্যক্তি নিজের কাছে ফিরে আসার খুশি হয়ে থাকে।"[২]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিত, আমরাও মসজিদ সমূহ আবাদ করার জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য বিশেষ করে "রমযানকে স্বাগতম" জানানোর জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরী হবো এবং নিজের ও সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য চেষ্টা করার মহান মাদানী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের আমল বানিয়ে নিবো। আসুন! উৎসাহ পাওয়ারর জন্য মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতের অনেক বছরের পুরানো গিরার ব্যথা দূর হওয়ার এবং আরোগ্য নসীব হওয়ার মাদানী বাহার শুনি। যেমন-

[১] (মুজাম আউসাত, ২/৫৮, হাদীস- ২৫০২)
[২] (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল মাসজিদ ওয়াল জামায়াত, বাবুল লুযুমিল মাসাজিদ, ১/৪৩৮, হাদীস- ৮০০)

www.dawateislami.net

গিরার ব্যথা থেকে এবং রোজগারহীনতা থেকে মুক্তি লাভ

একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম; আমার একদিকে উপার্জন ছিলো না, অন্য দিকে গিরার ব্যথার পুরোনো রোগ ছিলো। অসচ্ছলতা ও অধিক ব্যথার কারণে বেশি অসন্তুষ্টি ছিলো। অনেক চিকিৎসা করানোর পর কোন উপকার হয়নি। কোন একজন ইসলামী ভাই ইনফিরাদী কৌশিশের মাধ্যেমে মনমানসিকতা তৈরী করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে আশিকানে রাসূলের সুন্নাতের প্রসিক্ষণের মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর করার ব্যবস্থা করে দিয়ে ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী কাফেলায় সুন্নাতে ভরা সফর এবং আশিকানে রাসূলের স্নেহপূর্ণ সংস্পর্শের বরকতে আমার অনেক পুরাতন গিরার ব্যথার রোগ সম্পূর্ণ ভাবে চলে গেছে। মাদানী কাফেলা থেকে ফেরার সময় দ্বিতীয় দিন একজন ইসলামী ভাই আসলেন এবং তিনি আমাকে কাজে লাগিয়ে আমার রোজগারের ব্যবস্থাও করে দিলেন। এই বর্ণনা করা থেকে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এক বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলো, আমার কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি এবং ব্যথাও পুনরায় আসেনি।

জোড় জোড় আপ কে, হোঁ আগার ধোক রহে, করকে হিম্মত চলে, কাফিলে মে চলো।
তঙ্গদস্তী মিটে, রিযক সুতরা মিলে, দর করম কে খুলে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থেকে আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের আমল বানিয়ে নেয়া। এর বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ দুনিয়া এবং পরকালের পেরেশানী দূর হয়ে যাবে এবং বরকতময় দিন সমূহকে আদব এবং সম্মান করার উৎসাহ এবং এই দিনগুলোর মধ্যে ইবাদত করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা নসীব হবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى ও এই পবিত্র মাসের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন তাই তারা এই মাসে বেশি বেশি নফল ইবাদতের বীজ বপণ করতেন। অতঃপর যখন রমযান মাসের আগমন হতো তখন তাদের খুশির কোন সীমানা থাকতো না এবং তাদের ইবাদত করার আগ্রহ বেড়ে যেতো। যেমন-

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং শাবানের আগমণ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন: শাবানুল মুয়াজ্জম মাসের চাঁদ দেখতেই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কুরআনে করীমের তিলাওয়াতের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে যেতেন। মুসলমানগণ নিজ ধন-সম্পদের যাকাতের ব্যবস্থা করতেন যাতে দূর্বল এবং মিসকীন লোকেরাও বরকতময় রমযান মাসের রোযা রাখার শক্তি অর্জন করতে পারে। বিচারকগণ কায়েদীদেরকে অনুসন্ধান করে যাদের উপর সাজা দিতে হবে তাদেরকে সাজা দিয়ে দেন আর বাকীদেরকে মুক্ত করে দেন। ব্যবসায়ীগণ তাদের কর্জ পরিশোধ করে দেন এবং অন্যান্যদের থেকে কর্জ আদায় করে নিতেন। (এভাবে রমযান মাসের চাঁদ দেখার আগেই নিজেই নিজেকে অবসর করে নিতেন) আর রমযান শরীফের চাঁদ দেখামাত্রই গোসল করে (কিছু হযরতগণ) ইতিকাফে বসে যেতন।[১]

আগেয়া রমযান ইবাদত পর কোমর আব বান্দলো।
ফয়য লেলো জলদ ইয়ে দিন তিস কা মেহমান হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বছরের পর বছর এই আমল করেছেন যে, তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে না শুধুমাত্র নিজে অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করতেন বরং তাঁর প্রভাবপূর্ণ লিখনী, সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং ইলম ও হিকমতে ভরা মাদানী মুযাকারা দ্বারা বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদেরকে বেশি বেশি নফল ইবাদত করার মনমানসিকতা দান করেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বছরের পর বছর শবে বরাতে ছয় রাকাত নফল নামায এবং সূরা ইয়াসীন শরীফের তিলাওয়াত ইত্যাদি আমল করে থাকেন।

---

[১] (গুনইয়াতুত তালীবিন, আল কিসমুস সালেছ, মা-জা লিসু ফি ফাদলি শাহরে শাবান, ১/৩৪১)

www.dawateislami.net

মাগরিবের নামাযের পর আদায় করা নফল ইবাদত সমূহ যা ফরয এবং ওয়াজীব নয়। আর মাগরিবের নামাযের পর নফল ইবাদত করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করার ক্ষেত্রে শরীয়াতের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ লিখেন: সিরিয়ার মধ্যে থেকে প্রসিদ্ধ তাবেয়ীগণ উদাহরণ স্বরূপ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন মায়াদান, হযরত সায়্যিদুনা মাকহুল, হযরত সায়্যিদুনা লুকমান বিন আমের رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن ইত্যাদি শবে বরাতকে অনেক সম্মান করতেন এবং এই দিনে বেশি বেশি ইবাদত করতেন। তাদের থেকে অন্যান্য মুসলমানরা এই বরকতময় রাতকে সম্মান করা শিখেছেন।[১] ফিক্বহে হানাফীর বড় গ্রহণযোগ্য কিতাব "দুররে মুখতার" এর মধ্যে রয়েছে; শবে বরাতের মধ্যে রাতে জাগ্রত থেকে (ইবাদত) মুস্তাহাব। (সম্পূর্ণ রাত জেগে থাকাকেই রাত্রি জাগরণ বলে না) রাতের অধিকাংশ সময়ে জাগ্রত থাকাকে রাত্রি জাগরণ বলে।[২]

রিসালা "প্রিয় নবীর মাস" এর পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাবানুল মুয়াজ্জমের বরকতময় মাসে পালন করা নফল ইবাদত সম্পর্কে অধিক জানা জন্য শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর রিসালা "প্রিয় নবীর মাস" অধ্যয়ন করে নিবেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তিনি دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর রিসালার মধ্যে নফল রোযার ফযীলত ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জমে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ সমূহ, ১৫ই শাবান রোযা রাখার ফযীলত, ১৫ই শাবানে আদায় করা হয় এমন ছয় রাকাত নফলের ফযীলত এবং এগুলোর পদ্ধতি। অর্ধ শাবানের দোয়া, আতশবাজি ফোটানোর খারাপ দিক এবং কবরস্থানে উপস্থিতি সম্পর্কে ১১টি মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আজকেই এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে সংগ্রহ করে নিন। নিজেও পড়ুন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী অধিক সংখ্যক কপি সংগ্রহ করে কল্যাণ কামনা করে এবং সাওয়াবের নিয়্যতে অন্যান্য ইসলামী ভাইদেরকেও হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করুন।

---

[১] (লাতায়িফুল মায়ারিফ, ১/১৩৫)
[২] (দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ২/৫৬৮। বাহারে শরীয়াত, ৪র্থ অংশ, ১/৬৭৯)

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর ওয়েব সাইট **www.dawateislami.net** থেকে এই রিসালা পড়তে পারবেন, ডাউনলোড **(Download)**ও করতে পারবেন এবং প্রিন্ট আউট **(Print Out)**ও করা যাবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শবে মেরাজ, শবে বরাত, শবে কদর এবং অনুরূপ ভাবে অন্যান্য পবিত্র রাত সমূহে যেহেতু ব্যাপক ভাবে মসজিদ সমূহে রাত জাগরণ ও ইবাদত ইত্যাদি আমল করা হয়, তাই মসজিদের আদব ও সম্মানে প্রতি বিশেষ ভাবে খেয়াল রেখে, হাসি, উপহাস করা, শোরগোল করা এবং অতিরিক্ত গল্প করা বরং দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা থেকেও বিরত থাকা উচিত। অনুরূপভাবে এই বরকতময় দিন সমূহের বিশেষ ফযীলত ও বরকত অর্জন করার জন্য অনেক আশিকানে রাসূল নফল রোযা রাখারও সৌভাগ্য অর্জন করে থাকেন। যদি সেহরী ও ইফতারের আয়োজন মসজিদের ভিতরে হয় তখন অনেক সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে। যে সেহরী ও ইফতারের সময়ে যাতে মসজিদের সাথে কোন প্রকারের বিয়াদবি না হয়। মসজিদের ফ্লোর ও দেয়াল সমূহ ময়লা যুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। মসজিদকে প্রত্যেক প্রকারের ময়লা থেকে পরিস্কার রাখতে হবে যাতে নামাযীদের কোন প্রকারের অসুবিধা না হয় এবং মসজিদের সাথে বেয়াদবি করা থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে বাচ্চাদের চিৎকার থেকেও মসজিদকে রক্ষা করবে।

মসজিদ সমূহে দুনিয়াবী কথাবার্তা হবে

শাহানশাহে দোআলম, নূরে মুজাস্‌সাম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "একটি সময় এমন আসবে يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ فِيْ اَمْرِ دُنْيَاهُمْ অর্থাৎ মসজিদের মধ্যে দুনিয়ার কথাবার্তা বলা হবে। فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ فَلَيْسَ لِلّٰهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে বসোনা, **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তাদের কোন কাজ নেই।"[১]

[১] (শুয়াবুল ঈমান, বাবুল ফিস সালাত, ফসলুন আল মাশউ ইলাল মাসাজিদ, ৩/৮৪, হাদীস- ২৯৬২)

www.dawateislami.net

প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সীর হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন; **আল্লাহ্ তাআলা** তাদের উপর দয়া করবে না, আর না **আল্লাহ্ তাআলার** নিকট কোন বান্দার প্রয়োজন নেই। আর তিনি প্রয়োজন সমূহ থেকে পবিত্র।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দূর্ভাগ্যক্রমে মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তা ব্যাপক হারে বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল মসজিদ সমূহে বসে বড়ই উদ্ধত্বপূর্ণ ভাবে এবং গুরুত্বহীন ভাবে না শুধুমাত্র দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা হয় বরং জানা অজানা অনেক এমন কাজ করা হয় যা মসজিদের আদবের বিপরীত। চিন্তা করুন! মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা লোক কতই হতভাগা যে, **নবী করীম, রাউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অন্যান্যদেরকে তাদের সঙ্গে বসা ও সম্পর্শে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। মনে রাখবেন! মসজিদের ভিতরে দৌঁড়ানো, জোরে জোরে হাঁচি দেয়া, কাঁশি দেয়া এবং ঢেকুর তোলা, বিনা প্রয়োজনে হাই তোলা এবং তার আওযাজ বড় করা, তাছাড়া ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়া খাওয়া, শোয়া ইত্যাদি দ্বারা না শুধুমাত্র মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্ট হয় বরং তন্মধ্যে কতিপয় হারাম ও না জায়েয কাজ রয়েছে। আসুন! মসজিদের আদব ও সম্মানের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫৬৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "মলফুযাতে আ'লা হযরত" থেকে ১২টি মসজিদের আদব শুনবো।

মসজিদের আদব

(১) যখন মসজিদে পা রাখবে তখন প্রথমে ডান পা তার পর বাম পা রাখো।

(২) ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়া মসজিদে কোন কিছু খাওয়ার অনুমতি নেই।

(৩) অনেক মসজিদে নিয়ম রয়েছে যে, বরকতময় রমযান মাসে লোকেরা নামাযীদের জন্য ইফতারী পাঠিয়ে থাকে, আর তারা ইতিকাফের নিয়্যত ছাড়া সেখানে কোন চিন্তা ভাবনা ছাড়া খেতে থাকে এবং মসজিদের ফ্লোর নষ্ট করে দেয়, এটা না জায়েয।

---

[১] (মিরআতুল মানাযিহ, ১/৪৫৭)

www.dawateislami.net

(৪) অযু করার পর অযুর অঙ্গ সমূহ থেকে এক ফোঁটা পানিও যাতে মসজিদের ফ্লোরে না পড়ে।

(৫) মসজিদে দৌঁড়ানো অথবা জোরে জোরে পা রাখা, যার দ্বারা আওয়াজ সৃষ্টি হয়, এটা নিষেধ।

(৬) মসজিদের মধ্যে যদি হাঁচি আছে তাহলে চেষ্টা করবে যাতে আওয়াজ আস্তে বের হয়, অনুরূপভাবে কাঁশিও। হাদীসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে:

"اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ الْعَطْسَةَ الشَّدِيْدَةَ فِي الْمَسْجِدِ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদের মধ্যে জোরে হাঁচি দেয়াকে অপছন্দ করতেন।"[১]

(৭) অনুরূপ ভাবে ঢেকুর তোলাকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত আর অন্যথায় যতটুকু সম্ভব আওয়াজকে দাবিয়ে রাখবে। যদিও মসজিদ ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বিশেষ করে মসলিশে অথবা কোন সম্মানী ব্যক্তির মাসনে (বড় আওয়াজে) ঢেকুর তোলা অভদ্রতা। হাদীসে পাকের মধ্যে রয়েছে: এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে ঢেকুর তোলে ছিলো, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "كُفَّ عَنَّا جُشَاءَكَ فَاِنَّ اَكْثَرَ هُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا اَطْوَلُهُمْ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ আমার থেকে তোমার ঢেকুর তোলাকে দূরে রাখো, দুনিয়াতে যারা অধিক সময় পর্যন্ত পেট ভর্তি থাকবে তারা কিয়ামতের দিন অধিক সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকবে।"[২]

(৮) হাই তোলার সময় আওয়াজ বের করা তা কোন জায়গায়ও উচিত নয়। যদিও মসজিদ ছাড়া একাকীত্ব অবস্থায় হোক। এটা শয়তানের অট্টহাসি। যখনই হাই আসে যতটুকু সম্ভব মুখ বন্ধ রাখো। মুখ খুললে শয়তান মুখে থুথু দেয়। এইভাবে যদি বন্ধ না করো তাহলে উপরের দাঁত দ্বারা নীচের ঠোঁটকে চেপেধরো আর এইভাবেও যদি বন্ধ না হয় তবে যতটুকু সম্ভব (মুখ) কম খুলো এবং বাম হাত বিপরীত দিক থেকে মুখের উপর রাখো, এইভাবে নামাযের মধ্যেও।

---

[১] (শুয়াবুল ঈমান, বাবুল পি তাশমিতিল আতেশ, ফাসলুন ফি খাফ্‌যীছ সাউত বলি উত্বাস, ৭/৩২, হাদীস- ৯৩৫৬)
[২] (তিরমিযী, কিতাবু ছিসাতিল কিয়ামা...... ইলা আখির, অধ্যায়: ৩৭, ৪/২৭১, হাদীস- ২৪৮৬)

www.dawateislami.net

তবে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত বিপরীত দিকে থেকে রাখবে যে, বাম হাত রাখার দ্বারা উভয় হাত সুন্নাতি জায়গা থেকে সরে যাবে, আর ডান হাত রাখার দ্বারা শুধুমাত্র এটা প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু বাম হাত নিজ সুন্নাতের স্থানে রয়েছে। হাই তোলা বন্ধ করার একটি পরিক্ষীত পদ্ধতি হলো এই যে, যখন হাই আসবে তাড়াতাড়ি কল্পনা করবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام এর কখনো (হাই) আসেনি।

(৯) মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কোন কথা বলা যাবে না। হ্যাঁ! যদি কোন ধর্মীয় কথা কাউকে বলতে হয়, তবে কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বলা উচিত। না এটা একজন মসজিদে দাঁড়াল রাস্তায় পার্শ্বথেকে যিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে তার সাথে বড় আওয়াজে কথা বলো অথবা কেউ বাহিরের থেকে ডাকছে এবং সে এটা বড় আওয়াজে উত্তর দিচ্ছে।

(১০) তামাশা করা (অর্থাৎ ঠাট্টা, বিদ্রুপ, উপহাস করা) এমনিতেই নিষেধ তবে মসজিদের মধ্যে শক্ত নাজায়েয অথবা হাঁসা নিষেধ।[১] হ্যাঁ! অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুচকি হাঁসি দিলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, মসজিদের ফ্লোরে কোন বস্তু ফেলা যাবে না, বরং আস্তে আস্তে রাখতে হবে। গরম কালে লোকেরা পাখা কারতে করতে তা নিক্ষেপ করে দেয় অথবা লাকড়ি এবং পাথর ইত্যাদি রাখার সময় দূর থেকে ছুড়ে মারে, এটার ব্যাপারে নিষেধ রয়েছে। মোটকথা হলো, মসজিদের সম্মান প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

(১১) মসজিদের মধ্যে হাদস (বাতাস বের করা) নিষেধ, প্রয়োজন হলে বাহিরে চলে যাবে। তাই ইতিকাফকারীদের উচিত, ইতিকাফ কালীন সময়ে অল্প খাওয়া, পেটকে হালকা রাখা। বিশেষ প্রয়োজনের সময় ছাড়া আর কোন সময় বাতাশ বের করার প্রয়োজন না হয়। আর সে এর জন্য বাইরে যাবে না।

(১২) কিবলার দিকে পা বাড়ানো কোন জায়গায় জায়েয নেই। মসজিদের মধ্যে কোন দিকে পা প্রসারিত করবে না যে, এর দ্বারা দরবারের আদবের খেলাফ। হযরত সায়্যিদুনা সিররী সাক্বতী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ মসজিদের মধ্যে একাকী অবস্থায় বসে পা প্রসারিত করে দিয়ে ছিলেন।

---

[১] (ফিরদৌসুল আখবার, ২/৪১, হাদীস- ৩৭০৬)

www.dawateislami.net

তখন মসজিদের কোণা থেকে একজন ফেরেস্তা আওয়াজ দিলো: বাদশাহের দরবারে কেউ এই ভাবে বসে? সাথে সাথে (হঠাৎ) পা একত্রিত করে ফেললেন এবং এইভাবে একত্রিত করলেন যে, ইন্তিকালের সময় প্রসারিত করে ছিলেন।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আফসোস! আজকাল অনেক মুসলমান ইলমে দ্বীন থেকে দূরে থাকার কারণে **আল্লাহ্ তাআলা**র এই সম্মানিত মেহমান (শাবান মাস) এর অসম্মান করে থাকে। আর এই মাসে বিশেষ করে শবে বরাতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা**র পক্ষ থেকে বন্টন হওয়া ইন্আমাত অর্জন করা এবং নিজের গুনাহ সমূহ থেকে ক্ষমা চাওয়ার স্থলে ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে বিদেশিদের অনুসরণে আতশবাজি যেমন- নাজায়েয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ করে। আর শোরগোল ও চিৎকার করতে থাকে তা ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত, নফল সমূহ এবং যিকির ইত্যাদির মধ্যে ব্যস্ত মুসলমানদের ইবাদতে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিদের আরামের মধ্যে অসুবিধা সৃষ্টি করে অথবা ঘরের মধ্যে থাকা অসুস্থ, বাচ্চা, মহিলা এবং বৃদ্ধদের শান্তি নষ্ট করে এবং তাঁদেরকে কষ্ট দিয়ে **আল্লাহ্ তাআলা**র গযব এবং অসন্তুষ্টিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে।

শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: আতশবাজি শবে বরাত হোক অথবা বিয়ে শাদীতে হোক প্রত্যেক অবস্থায় এটা হারাম এবং এটার মধ্যে অনেক গুনাহ। এটা নিজের সম্পদকে অপচয় করা, আর কুরআনে পাকের মধ্যে অপচয়কারীদেরকে শয়তানের ভাই বলা হয়েছে। আর ঐ সমস্ত লোকের উপর **আল্লাহ্ তাআলা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অসন্তুষ্ট। অতঃপর এর কারণে হাত-পায়ে আগুন লাগার আশংকা রয়েছে। অথবা ঐ জায়গায় আগুন লেগে যাওয়ার ভয় রয়েছে এবং কোন কারণ ছাড়া (নিজের অথবা অন্যের) প্রাণ এবং সম্পদ ধ্বংস করা এবং নষ্ট করা শরীয়ত মতে হারাম।[২]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

---

[১] (মলফূযাতে আ'লা হযরত, ৩১৭-৩২১ পৃষ্ঠা)
[২] (জান্নাতী যেওর, ১৫২ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

মাজারাতে আউলিয়া মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য, সুন্নাতের সুগন্ধি ছড়িয়ে দেয়ার জন্য এবং ইলমে দ্বীনের বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যস্ত। পৃথিবীর প্রায় ২০০টি দেশে এই মাদানী বার্তা পৌঁছে গেছে। সারা বিশ্বে মাদানী কাজকে সজ্জিত করার জন্য প্রায় ১০০টি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি বিভাগ হলো; "মাজারাতে আউলিয়া মজলিশ"। এই মজলিশের যিম্মাদারগণ অন্যান্য মাদানী কাজের সাথে সাথে বুযুর্গদের বরকতময় মাজারে পাকে উপস্থিত হয়ে বিভিন্ন প্রকারের দ্বীনি খেদমত করে যাচ্ছেন। উদাহরণ স্বরূপ- যথটুকু সম্ভব সাহিবে মাজারের ওরশের সময় ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের অনুষ্ঠান করা, মাজারের সাথে সম্পৃক্ত মসজিদ সমূহে আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলা সফর করানো, বিশেষ করে ওরশের দিন সমূহে মাজার শরীফের এলাকায় সুন্নাতে ভরা মাদানী হালকা লাগানো যার মধ্যে অযু, গোসল, তায়াম্মুম, নামায এবং ইছালে সাওয়াবের পদ্ধতি, মাজারে উপস্থিত হওয়ার আদব এবং **রহমাতুলল্লি আলামীন** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত সমূহ শিখানো হয়। তাছাড়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর এবং মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল করার জন্য উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। ওরশের দিন সমূহে সাহিবে মাজারের খেদমতে অনেক অনেক ইছালে সাওয়াবের হাদিয়া পেশ করা, তাছাড়া সাহিবে মাজার বুযুর্গের সাজ্জাদানশীন খুলাফা এবং মাজার সমূহের মুতাওয়াল্লীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র খেদমত সমূহ, জামেয়াতুল মদীনা, মাদ্‌রাসাতুল মদীনা এবং দেশ-বিদেশে সংগঠিত মাদানী কাজ সমূহ সম্পর্কে অবহিত করা ইত্যাদি। **আল্লাহ্ তাআলা দা'ওয়াতে ইসলামীকে** দিন দিন উন্নতি দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ করম এ্যয়ছা করে তুঝ পে জাহাঁ মেঁ,
এ্যয় দা'ওয়াতে ইসলামী তেরী ধুম মাচী হো।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! এখন আমরা বরকতময় হাদীস সমূহের মাধ্যমে নফল রোযার ফযীলত সমূহ শুনবো। যেমন-

(১) রোযাদারদের জন্য দস্তরখানা সাজানো হবে

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; কিয়ামতের দিন রোযাদারগণ নিজ নিজ কবর সমূহ থেকে বের হবে, তখন রোযার গন্ধে তাদেরকে চেনা যাবে। তাদের জন্য দস্তরখানা এবং পানির কলসী রাখা হবে, যেগুলোর উপর মেশক দ্বারা মহর করা থাকবে। তাদেরকে বলা হবে যে, খাও (কেননা, রোযা রাখার কারণে পৃথিবীতে) তোমরা ক্ষুধার্ত ছিলে, পান করো (কেনন, রোযা রাখার কারণে পৃথিবীতে) তোমরা পিপাসার্ত ছিলে। আরাম করো (কেননা, রোযা রাখার কারণে পৃথিবীতে) দূর্বল ছিলে। অতঃপর তারা আহার করবে এবং পান করবে অথচ এখনও অন্যান্য লোকেরা হিসাব নিকাশের কষ্ট এবং পিপাসার্ত অবস্থায় থাকবে।[১]

(২) ফেরেস্তারা ক্ষমার জন্য দোয়া করে থাকে

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে ওমারাহ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہَا বর্ণনা করেণ: **হুযুরে পাক, সাহিবে লাওলাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমার নিকট তাশরীফ এনে ছিলেন। তখন আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে খাবার পেশ করলাম। তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তুমিও খাও।" আমি আরয করলাম: আমি রোযাদার। তখন **রহমতে আলম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেস্তারা ঐ রোযাদারের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে।"[২]

---

[১] (কানযুল উম্মাল, কিতাবুস সাওম, আল ফসলুল আউয়াল ফি ফাদলিস সাওম মুতলাকান, ৮ম অধ্যায়, ৪/২১৩, হাদীস- ২৩৬৩৯। ওয়াত তাদবিনু ফি আখবারে কাযবিন, ২য় খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা। ফয়যানে রমযান, ১৩৪০ পৃষ্ঠা)

[২] (তিরমিযী, কিতাবুস সাওম, বাবুল ফি ফাসলিস সায়েম..... ইলা আখির, ২/২০৫, হাদীস- ৭৮৫)

www.dawateislami.net

(৩) রোযাদারের হাড্ডি সমূহ কতক্ষণ পর্যন্ত তাসবীহ পড়তে থাকে?

হযরত সায়্যিদুনা বিলাল رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলেন, সে সময় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নাস্তা করছিলেন। তখন **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে বিলাল! নাস্তা খাও।" তিনি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি রোযাদার। তখন **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি আমার রিযিক খাচ্ছি আর বিলালের রিযিক বেহেশ্‌তের মধ্যে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হে বিলাল! তুমি কি জানো যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রোযাদারের সামনে খাবার খাওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার হাড্ডি সমূহ তাসবীহ পাঠ করতে থাকে। আর ফেরেস্তারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।"[১]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!   صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানের মধ্যে আমরা শাবানুল মুয়াজ্জম মাসের মধ্যে

- ❋ নফল ইবাদত করার গুরুত্ব সম্পর্কে শুনলাম যে, এই পবিত্র মাসে ইবাদতকারীদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার** নিষ্পাপ ফেরেস্তাদের দোয়ার অংশ নসীব হয়ে থাকে।
- ❋ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ও মাঝে মাঝে এই মাসের গুরুত্বকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বর্ণনা করতেন। নিজেও এই মাসে নফল ইবাদত এবং রোযা সমূহ অধিক হারে রাখতেন এবং তাঁর উম্মতদেরকেও অধিক নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করতেন এবং অলসতার স্বপ্ন থেকে জাগ্রত করার জন্য ইরশাদ করেছেন:

---

[১] (শুয়াবুল ঈমান, বাবুল ফিস সিয়াম, ফাযায়েলুস সাওম, ৩/২৯৭, হাদীস- ৩৫৮৬)

www.dawateislami.net

"রজব এবং রমযানের মাঝখানে এটা সে মাস, যে ঐ মাসে মানুষ সেটা থেকে উদাসীন থাকে। অথচ এই মাসে মানুষের আমল সমূহ **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে পেশ করা হয়।"

❋ ১৫ই শাবানের বরকতময় এবং পবিত্র রাতে ইবাদতকারীদেরকে সুসংবাদ দেয়া যাচ্ছে যে, মোবারক তাকে, যে এই রাতে ইবাদত করে। মোবারক তাকে, যে এই রাতে সিজদা করে। মোবারক তাকে, যে এই রাতে রুকু করে। মোবারক তাকে, যে এই রাতে তার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করে। মোবারক তাকে, যে এই রাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট মুনাজাতে ব্যস্ত থাকে। কখনো এইভাবে আহ্বান করা হয়; কেউ তাওবাকারী আছে যার তাওবা কবুল করা হবে? কোন ক্ষমা তালাশকারী আছে যার গুনাহ ক্ষমা করা হবে? কোন প্রার্থনাকারী আছে যার দোয়া বা প্রার্থনা কবুল করা হবে?

❋ ১৫ই শাবানের রাত যা এই মাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাত আর তাকে শবে বরাত অর্থাৎ মুক্তি পাওয়ার রাতও বলা হয়ে থাকে। কেননা, এই রাতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** বনী কালব গোত্রের ছাগলের লোম পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এই রাতে সারা বছরের জন্য লোকদের মৃত্যু, হায়াত, ইজ্জত, অসম্মান, রিযিক এবং তাদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ লেনদেন সমূহের ফয়সালা দেয়া হয়।

❋ আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ১৫ই শাবানুল মুয়াজ্জম রাতে বিশেষ ভাবে ইবাদতের প্রতি উৎসাহ স্বরূপ ইরশাদ করেছেন: "এই রাতকে ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দাও এবং দিনকে রোযার মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দাও।" এই কারণে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى এই মাসে নিজেরাও বেশি বেশি নফল ইবাদত করতেন এবং মুসলমানদেরকেও তার জন্য উৎসাহিত করতেন। তাই আমাদেরও উচিত যে, শোরগোল এবং বিভিন্ন ধরণের গুনাহের মাধ্যমে এই বরকতময় পবিত্র রাতকে নষ্ট না করা। আতশবাজি ফাটিয়ে নিজের এবং অন্যান্য মুসলমানের জান ও সম্পদের ক্ষতি করে -

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা ও রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অসন্তুষ্ট করার স্থলে তাঁদেরকে রাজি করে গুনাহ থেকে সঠিকভাবে তাওবা করে যিকির, দরূদ, কুরআনের তিলাওয়াত এবং অন্যান্য নেক আমলের মাধ্যমে বেশি বেশি নফল ইবাদত করা।

❋ শাবানুল মুয়াজ্জমকে যেহেতু বেশি বেশি দরূদ পড়ার মাস বলা হয়েছে তাই অতিরিক্ত কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থেকে অধিক পরিমাণে দরূদ পড়ার চেষ্টা করবো।

❋ এই বরকতময় মাসের সত্যিকার বরকত অর্জন করার জন্য, গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য এবং নেক কাজ করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য ইজতিমায়ে যিকির ও নাতের মাহফিলে শরীফ হওয়াকে নিজের আমল করে নিবেন। আর মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে ক্ষমা করে আমাদেরকে শাবানুল মুয়াজ্জমের বরকত দ্বারা মালামাল করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ইমামা (পাগড়ী) বাঁধার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে ইমামা (পাগড়ী) বাঁধার কিছু মাদানী ফুল শুনি:

নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী: ✱ "পাগড়ী সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ী বিহীন সত্তর (৭০) রাকাত (নামাযের) চেয়ে উত্তম।" (আল ফিরদৌস বিমাসুরীল খাত্তাব, ২য় খন্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩২৩৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ্, বৈরুত) ✱ "আমাদের এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির উপর পাগড়ী (পরিধান করা)। মুসলমান নিজের মাথায় প্রতিটি প্যাঁচ দেওয়াতে কিয়ামতের দিন তাঁর জন্য একটি করে নূর দান করা হবে।" (আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭২৫) ✱ কিবলামুখি হয়ে দাঁড়িয়ে পাগড়ী বাঁধবেন। (কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবা বিল লিবাস লিস শায়খ আব্দুল হক দেহরভী, ৩৮ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যেন আড়াই গজের কম না হয়, আর ছয় গজের বেশি না হয়, কেননা, সেটিই সুন্নাত। আর সেটার বাধাঁ যেন গম্বুজের মতো হয়। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২তম খন্ড, ১৮৬ পৃষ্ঠা) ✱ রুমাল যদি বড় হয়, আর এতটি প্যাঁচ দেওয়া যায়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে যাবে, তা হলে সেটি পাগড়ীই হয়ে গেল। পক্ষান্তরে ছোট রুমাল, যা দ্বারা শুধু দুই এক প্যাঁচ দেওয়া যায়, সেটি বাঁধা মাকরূহ। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৭ম খন্ড, ২৯৯ পৃষ্ঠা) ✱ পাগড়ী যখন নতুন ভাবে বাঁধতে হয় তখন যেভাবে বেঁধেছেন ঐভাবে খুলবেন এক পার্শ্ব মাটিতে ফেলবেন না। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩০০ পৃষ্ঠা) ✱ যদি প্রয়োজনে কেউ পাগড়ী নামিয়ে (খুলে) ফেলে। পুনরায় বাঁধার নিয়্যত করলো। তা হলে এক একটি করে প্যাঁচ খুলে নেওয়াতে এক একটি করে গুনাহ্ মিটিয়ে দেওয়া হবে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৪ পৃষ্ঠা)

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়াত"** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'সুন্নাত ও আদব'** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পা করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পা করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَافِیْ عِلْمِ اللہِ

صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْكِ اللہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পা করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন:

"সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পা করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পা করবে,তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র,যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net